প্রথম আলো

23 ... 2013

সাফল্যের প্রচার এবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

খরচ নিয়ে বিপাকে শিক্ষকেরা

রিফুল হাসান ●

রকারের সাফল্য প্রচার করার ন্য এবার সরকারি প্রাথমিক দ্যালয়গুলোকে নির্দেশনা দেওয়া য়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থকে পাঠানো নির্দেশনামতে তিমধ্যে ঢাকার কয়েকটি দ্যালয়ে ডিজিটাল ফেস্টুন ানানো হয়েছে।

সারা দেশে আগে ৩৭ হাজার রকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। তুন করে আরও ২৩ হাজার লকে সরকারীকরণ করায় রকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন ০ হাজার।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, তিটি বিদ্যালয়ে দেয়ালে উন্নয়ন ার্যক্রমের বর্ণনা-সংবলিত অন্তত কটি করে ফেস্টুন বা বিলবোর্ড াগাতে হবে। এটা করতে হবে দ্যালয়ের নিজস্ব টাকায়।

তবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আফছারুল আমীন ও সচিব কাজী আখতার হোসেন ওই নির্দেশনার কথা জানেন না বলে *প্রথম আলোর* কাছে দাবি করেছেন। মন্ত্রী আফছারুল আমীন বলেন, শিশুদের বিদ্যালয়ে আনা, মা সমাবেশসহ কিছু উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি আছে। কিন্তু এ রকম উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রচার এবং সে জন্য শিক্ষকদের খরচ দেওয়ার কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

প্রধান শিক্ষকদের কাছে পাঠানো ওই নির্দেশনামূলক চিঠির শিরোনামে 'বলা হয়েছে, বর্তমান সরকারের সাফল্য প্রচারের লক্ষ্যে বিলবোর্ড বা ফেস্টুন তৈরি ও তা প্রচারের জন্য নির্দেশনাবলি।

নির্দেশনার ব্যবস্থাপনার অংশে বলা হয়েছে, বিভাগীয় উপপরিচালকেরা জেলা প্রাথমিক

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

সাফল্যের প্রচার এবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষা কর্মকর্তাকে (ডিপিইও) এবং ডিপিইও থানা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের (টিইও) বিষয়টি অবহিত করবেন। টিইওরা মূল ব্যক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি নিজে কিংবা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের (এটিইও) মাধ্যমে প্রতিটি স্কুল থেকে টাকা সংগ্রহ করবেন। সব টাকা একসঙ্গে করে এক বা একাধিক প্রিন্টিং প্রতিষ্ঠান থেকে নির্ধারিত ডিজাইনে ফেস্টুন-গুলো প্রিন্ট করাবেন এবং তা বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেবেন। যেসব থানায় টিইও নেই, সেসব থানায় ডিপিইও বা এডিপিও দায়িত্ব নেবেন এবং যে জেলায় ডিপিএনই নেই, সেই জেলায় উপপরিচালকেরা (ডিডি) দায়িত্ব নেবেন।

ফেস্টুনগুলো যেকোনো স্থান থেকে তৈরি করা যাবে উল্লেখ করার পাশাপাশি নির্দেশনায় ছয়টি প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা দেওয়া হয়। বলা হয়, এই প্রতিষ্ঠানগুলো নির্দিষ্ট রেটে কাজ করে এবং উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারবে। প্রতিষ্ঠান ছয়টি হলো প্রাবণ এন্টারপ্রাইজ, মেক ডিজিটাল, ই-২৪ প্রিন্টিং, ড্রিম কমিউনিকেশন, দেবদারু মিডিয়া কমিউনিকেশন, অক্ষর অ্যাড মিডিয়া। চিঠিতে এদের সবার যোগাযোগের নম্বরও দেওয়া হয়েছে। নির্দেশনার সঙ্গে ফেস্টুনের ডিজাইনও দিয়ে দেওয়া হয়।

ই-২৪ প্রিন্টিংয়ের মফিজুল ইসলাম, অক্ষর অ্যাডের মো. নাসিম, মেক ডিজিটালের মো. রাসেল *প্রথম আলোকে* জানান, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এসে তাঁদের সঙ্গে দরদাম ঠিক করে গেছেন। ৪৩৫ থেকে ৪৫০ টাকায় একেকটি ফেস্টুন তাঁরা তৈরি করে দেবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়। মফিজুল জানিয়েছেন, তিনি ইতিমধ্যে শরীয়তপুর ও গোপালগঞ্জে ফেস্টুন সরবরাহ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, প্রতিটি বিদ্যালয় যদি ৪৫০ টাকা করে খরচ করে, তাতে ৬০ হাজার বিদ্যালয়ের এই খাতে দুই কোটি ৭০ লাখ টাকা খরচ হবে।

৩০ অক্টোবরের মধ্যে এ কাজ শেষ করতে বলায় সমাপনী পরীক্ষা সামনে রেখে প্রধান শিক্ষকেরা বিপাকে পড়েছেন। একজন প্রধান শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, চিঠিতে বলা হয়েছে, কন্টিনজেন্সি ফান্ড বা বিদ্যালয়গুলো নিজস্ব পদ্ধতিতে এই টাকা তুলবে। প্রধান শিক্ষকেরা ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা কন্টিনজেন্সি ফান্ডে পান, যা দিয়ে স্কুলের দৈনন্দিন কাজ করতে হয়।'

একাধিক শিক্ষক *প্রথম আলোকে* বলেন, টিইওরা তাঁদের বলছেন এই টাকা বিদ্যালয়কে দেওয়া কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে সমন্বয় করতে হবে। কিন্তু দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য কন্টিনজেন্সি ফান্ডের টাকা খরচ হয়ে যায়, সেখানে বছরের শেষ পর্যায়ে প্রচারের জন্য খরচ করার মতো টাকা অনেক বিদ্যালয়েই নেই। এ ছাড়া সরকারের শেষ সময়ে এ কাজ করে তাঁরা রাজনৈতিক রোষানলে পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা করছেন।

যোগাযোগ করলে নেত্রকোনার পাঁচটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকেরা *প্রথম আলোকে* জানিয়েছেন, গত বৃহস্পতিবার সদর থানা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাহানারা বেগম তাঁদের এই নির্দেশনা এবং এ-সংক্রান্ত চিঠি দেন। পরে তাঁরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, জেলার অন্য উপজেলার প্রধান শিক্ষকদেরও এ ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

জানতে চাইলে নেত্রকোনা সদর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাহানারা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই আমরা এটা করেছি'। শিক্ষকেরা কোথা থেকে টাকা পাবেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমাদের জানাতে বলেছে। আমরা জানিয়েছি।'

জামালপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল আলিম বলেন, 'আমি আমার জেলার সব সরকারি স্কুলে নির্দেশনা পৌঁছে দিয়েছি। কাজটি প্রক্রিয়াধীন আছে।'

ঢাকা বিভাগের স্কুলগুলোতে ১৩ অক্টোবর চিঠিটি পাঠানো হয়েছে। সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আলী রেজা চিঠিতে সই করেছেন। জানতে চাইলে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই।'

রংপুর বিভাগের উপপরিচালক মহিউদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে রংপুরের আট জেলার ৫৮টি উপজেলার সব সরকারি স্কুলে আমরা এই নির্দেশনা পৌঁছে দিয়েছি। তবে আমরা এখনো ফলোআপ শুরু করিনি। শিগগিরই করব।'

তবে চট্টগ্রাম বিভাগের উপপরিচালক মাহবুবুর রহমান জানিয়েছেন, নির্দেশনার বিষয়ে তিনি পরিষ্কার নন। আর যে ডিজাইন পাঠানো হয়েছে, সেটি তিনি খুলতে পারছেন না। তাই তিনি এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।

চিঠিতে দেখা যায়, প্রাথমকি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষকে এই চিঠির অনুলিপি দেওয়া হয়েছে। তবে জানতে চাইলে তিনি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।